

শিক্ষাগত

কম্পিউটারে বাংলা শিক্ষা

গৌরবের বিষয়।

কোন জাতির নিজস্ব একটি ভাষা পুরম গৌরবের ও গর্বের বিষয়। "বাংলা ভাষা" বাঙালী জাতির ১৯৫২ সালের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের বিজয়ের নির্যাস। তাই এ ভাষা আমরা এখন কম্পিউটারেও ব্যবহারের পন্থা বের করতে সক্ষম হয়েছি। এমন একদিন ছিল যে দিন সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক/বিশেষজ্ঞরা বলতেন, কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু সেই উক্তি মিথ্যে করে দিয়ে দেশের কতিপয় মহাপ্রাণ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণ করে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি আমাদের জাতির জন্য একটি

প্রথমদিকে কম্পিউটার শুধুমাত্র গণনার কাজে ব্যবহার হত। এখন ব্যবহারের সীমা বৃদ্ধি পেয়ে দেশরক্ষা অফিস-আদালতসহ সরকার পরিচালনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি স্তরে কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশের সার্বিক উন্নতিতে কম্পিউটার তখনই জোড়ালো ভূমিকা রাখতে পারবে যখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে এর ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। নতুবা কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজী জানা ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এর সুযোগ-সুবিধা পাবে না। বাংলাভাষায় কম্পিউটার শিক্ষা ও

প্রচলনে নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন, বাংলা কী বোর্ড, ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম, প্রোগ্রাম রচনার বিভিন্ন কমান্ড ভাষাগত ও ব্যাকরণের জটিলতা, কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণমালা নির্ধারণ প্রভৃতি। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সনের ৩ জুন সরকার কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করেন। এর মূল দায়িত্ব হচ্ছেঃ কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের লক্ষ্যে দেশী ও বিদেশী গবেষকদের উদ্যোগসমূহের জরিপ করে তার সংকলন/প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

এছাড়া বাংলা কী-বোর্ড, ইনপুট, আউটপুট, প্রিন্টারে বাংলা ব্যবহারসহ

বিভিন্ন প্রোগ্রাম উদ্ভাবনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও তার প্রসারের সুপারিশ করা ইতিমধ্যে সরকার তৃতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষা প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া দেশে বর্তমানে বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বস্তরে কম্পিউটারকে আমরা বাংলায় ব্যবহার করতে পারলে এর প্রচলন অচিরেই আরো বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। এবং ভবিষ্যতে কম্পিউটারে বাংলা শিক্ষা যাতে বৃদ্ধি পায় সে জন্য বাংলা ভাষায় কম্পিউটার সম্বন্ধে একটি উচ্চতর স্থায়ী অবকাঠামো সার্বজনীনভাবে গঠিত হবে বলে আশা করি।

—ইকবাল বাহার সিল্কী